ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন: প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

এম. জাকির হোসেন খান

৯ জুলাই ২০১৪

বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব

বাংলাদেশ বিশ্বের সামগ্রিক কার্বন নিঃসরণের মাত্র ০.০৫ শতাংশের জন্য দায়ী, অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি

- ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় ২.৭ কোটি মানুষ সমুদ্রস্ফীতির ঝুঁকির শিকার হবে (উৎস: হুইলার, ২০১১)
- আইপিসিসি'র ৫ম এসেসম্যান্ট প্রতিবেদন, ২০১৪ অনুযায়ী
  - সমুদ্রস্ফীতি জনিত লবণাক্ততা এবং তাপমাত্রার উর্দ্ধগতির ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে ধান এবং গমের উৎপাদন যথাক্রমে ৮% এবং ৩২% হ্রাস পেতে পারে
  - ২০৩০ এর মধ্যে সামগ্রিক দারিদ্রের হার আরো ১৫% বেড়ে যেতে পারে
  - ২৮ সে.মি. সমুদ্রস্ফীতি হলে এবং পলি গঠন সে অনুপাতে না হলে সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ভূমির ৯৬% তলিয়ে যেতে পারে
  - ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাবে

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক প্রধান পদক্ষেপসমূহ

• জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (ইউএসএফসিসিসি) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব: রিও ডি ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত "দূষণকারীরা ক্ষতিপূরণ দেবে"	১৯৯২ এ প্রস্তাব গৃহীত
• কিয়োটো প্রটোকল ও দূষণমুক্ত উন্নয়ন কৌশল (সিডিএম)	১৯৯৭ (কপ৩)
• বালি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ণ: প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন	২০০৭ (কপ১৩)
• অভিযোজন তহবিল: সিডিএম'র আওতায় কার্বন আদান-প্রদানের ওপর ২% লেভি	২০০৮ (কপ১৪)
• কোপেনহেগেন চুক্তি: উন্নত (অ্যানেক্স ভুক্ত) দেশসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে 'নতুন' এবং 'অতিরিক্ত ' তহবিলের প্রতিশ্রুতি; • ফার্স্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স (২০১০-১২): ৩০বিলিয়ন ডলার; • ২০১৩ হতে ২০২০ সালের মধ্যে তবহিল বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা	২০০৯ (কপ১৫)
• গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) গঠনের সিদ্ধান্ত	২০১০ (কপ১৬)
• অভিযোজন তহবিলের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি • সবুজ জলবায়ু তহবিলের সচিবালয় স্থাপন, নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ	২০১৩ (কপ১৯)

জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রধান পদক্ষেপসমূহ

- জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০০৫
- জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ প্রণয়ন - ৬টি থিম, ৪৪টি কর্মসূচী (৩৪ অভিযোজন, ১০ টি প্রশমন), ১৪৫ টি প্রকল্প (মধ্যম/ দীর্ঘমেয়াদী); প্রাক্কলিত ব্যায় ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার (২০১৪-২০১৮ অর্থ বছর);
- ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড’ (বিসিসিটিএফ) - সরকারের জাতীয় বাজেট হতে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন
- ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড’ (বিসিসিআরএফ) গঠন - ক্ষতিপূরণ বাবদ বহুপাক্ষিক ট্রাস্ট তহবিলে অনুদান, যা উন্নয়ন বরাদ্দের বাইরে ‘অতিরিক্ত’ ও ‘নতুন’ তহবিল
- অন্যান্য তহবিল (পিপিসিআর, জেফ, এসএসএফ, এলডিসিএফ) হতে অর্থ বরাদ্দ - বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক (বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি ইত্যাদি) - অনুদান + ঋণ
- জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ মূল্যায়ন ও হালনাগাদের উদ্যোগ
- জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার পথ নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু
- জলবায়ু বিষয়ক সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ই-কিট প্রণয়ন

কার্যপত্রের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, পরিধি ও তথ্যের উৎস

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- জলবায়ু তহবিল ছাড়ে বৈশ্বিক এবং জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা;
- জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, প্রকল্প যাচাই ও অনুমোদন, তহবিল বাস্তবায়ন, এবং তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ধারণ করা;
- সার্বিকভাবে জলবায়ু তহবিলের সুশাসনের সম্ভাবনা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তাব করা।

কার্যপত্রের পরিধি

- বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ সহ বিভিন্ন তহবিল হতে অর্থায়নে অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ
- জাতীয় পর্যায়ে তহবিল ব্যবস্থাপনায় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, প্রকল্প অনুমোদন ও যাচাই, তহবিল বাস্তবায়ন এবং তদারকি ও মূল্যায়নে অগ্রগতি
- জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে জলবায়ু অর্থায়নের নীতিসমূহ (স্বচ্ছতা; জবাবদিহিতা; তহবিলে সরাসরি অভিগম্যতা; তহবিলের পর্যাপ্ততা; দীর্ঘকালীন তহবিলের নিশ্চয়তা; টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত/মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন না করা;তহবিল গ্রহীতা দেশের জাতীয় মালিকানাবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দৃশ্যমান ফলাফল) বিবেচনা।

তথ্যের উৎস

- টিআইবি কর্তৃক আগষ্ট ২০১১ হতে জুন ২০১৪ সময়কালে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য
- বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যের বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়ন

উন্নত দেশসমূহ: জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, নরওয়ে, ফ্রান্স, নেদারলান্ডস্, স্পেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড

এমআইই: ইউএনডিপি, ইউএনইপি, এমডিবি

ডিএফআইড, জিআইজেড

দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন

জলবায়ু ন্যাযতা/ দূষণকরীর ক্ষতিপূরণ প্রদান নীতি

- অভিযোজন তহবিল
- স্পেশাল ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ড (এসসিসিএফ)
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল (এলসিসিএফ)
- রেড+ (ইউএনডিপি/ইউএনইপি),এফসিপিএফ
- পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স
- ক্লাইমেট ইনভেষ্টমান্ট ফান্ড (অর্থ লগ্নিকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ)
- গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড

জাতীয় বাজেট

ভারত, রাশিয়া, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (ব্রিকস)

ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহ

জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নে চ্যালেঞ্জ

প্রতিশ্রুতি: ২০১০-১২ সাল নাগাদ ইউএস ৩০ বিলিয়ন ডলার;
২০২০ সালের মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ১০০ বিলিয়ন ডলার

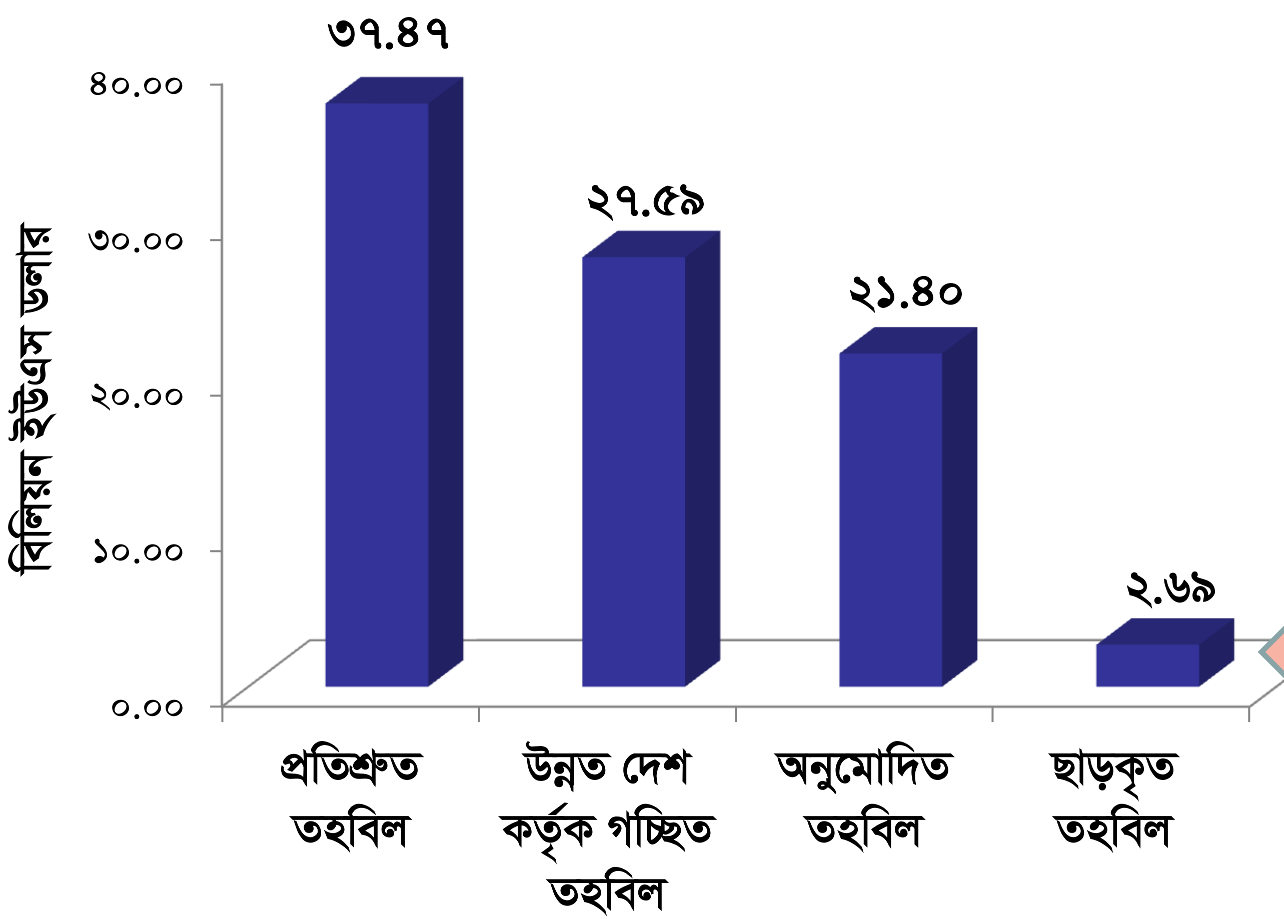

উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিলের মাত্র ৭.২% অর্থ ছাড় করেছে

সূত্র: ক্লাইমেট ফান্ডস আপডেট হতে ৯ই জুন ২০১৪ সংগৃহীত

বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নে চ্যালেঞ্জ

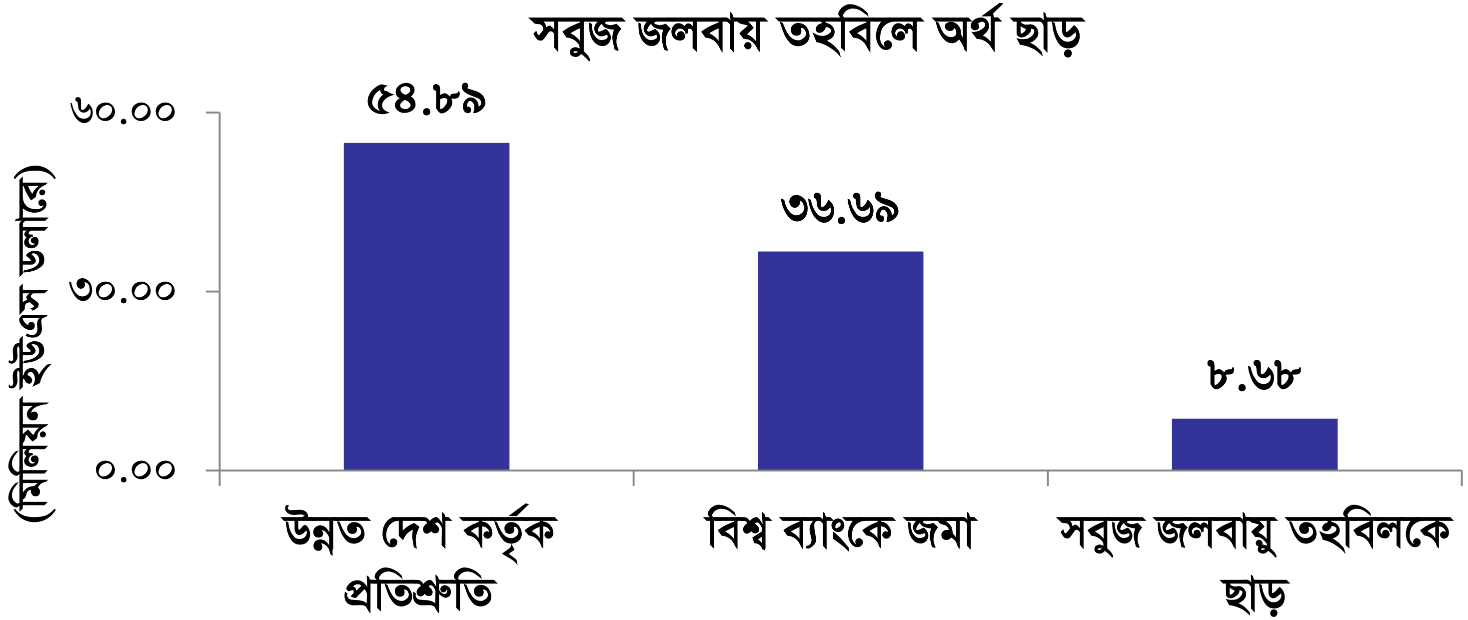

সূত্র: জিসিএফ ওয়েবসাইট হতে ৯ই জুন ২০১৪ সংগৃহীত

- উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতির তুলনায় স্বল্প তহবিল প্রবাহ
- জুন, ২০১৪ এ জিসিএফ'র তহবিল সংগ্রহ সভায় উন্নত দেশ কর্তৃক কোনো প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় অভিযোজনের জন্য তহবিল প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা
- জিসিএফ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্প/কর্মসূচী বাবদ কোনো তহবিল বরাদ্দ করা হয়নি
- জিসিএফ হতে তহবিল সংগ্রহে মাত্র ২২টি দেশ জাতীয় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (National Designated Authority-NDA) নির্ধারণ করলেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত তা নির্ধারণ করতে পারেনি

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান

তহবিলের ধরন	তহবিলের উৎস ও তহবিল ছাড়	সমন্বয়	প্রকল্প বাছাই এবং অনুমোদন
বিসিসিটিএফ	বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব তহবিল	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, (বিসিসিটি), অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পিকেএসএফ (এনজিও/বেসরকারি)	**সরকারি:** ট্রাস্টি বোর্ড, কারিগরি কমিটি, **এনজিও/বেসরকারি:** পিকেএসএফ, ট্রাস্টি বোর্ড
বিসিসিআরএফ	অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ	বিশ্ববাংক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ইআরডি পিকেএসএফ (এনজিও/বেসরকারি)	**সরকারি:** পরিচালনা পরিষদ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিশ্বব্যাংক, **এনজিও/বেসরকারি:** পিকেএসএফ
পিপিসিআর	এডিবি, আইএফসি এবং বিশ্ববাংকের মাধ্যমে উন্নত দেশ কর্তৃক প্রদত্ত	তহবিল দাতা দেশ, বিশ্বব্যাংক, ইআরডি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সিআইএফ ইউনিট, বিশ্বব্যাংক, পিপিসিআর উপ-কমিটি
জিইএফ	জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড	ইউএনডিপি, ইউএনইপি, বিশ্বব্যাংক /এমডিবি, বাস্তবয়নকারী সংস্থা	জিইএফ কাউন্সিল
এলডিসিএফ	অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জিইএফ, ইউএনডিপি	এলডিসিএফ কাউন্সিল

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান

তহবিলের ধরন	তহবিল বাস্তবায়ন	তদারকি, নিরীক্ষা/ মূল্যায়ন
বিসিসিটিএফ	**সরকারি:** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও বন, কৃষি, এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংক (বিসিসিআরএফ) **এনজিও/বেসরকারি:** পিকেএসএফএর মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও	▪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ▪ বিসিসিটি (সরকারি এবং এনজিও প্রকল্প), ▪ আইএমইডি এবং সিএন্ডএজি কার্যালয় ▪ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম ▪ তৃতীয় পক্ষ (বিসিসিআরএফ) ▪ পিকেএসএফ
বিসিসিআরএফ		
পিপিসিআর	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়	▪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ▪ বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক ব্যাংক ▪ আইএমইডি এবং সিএন্ডএজি কার্যালয় ▪ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম
জিইএফ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	
এলডিসিএফ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ইউএনডিপি	

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ছাড়ে অগ্রগতি

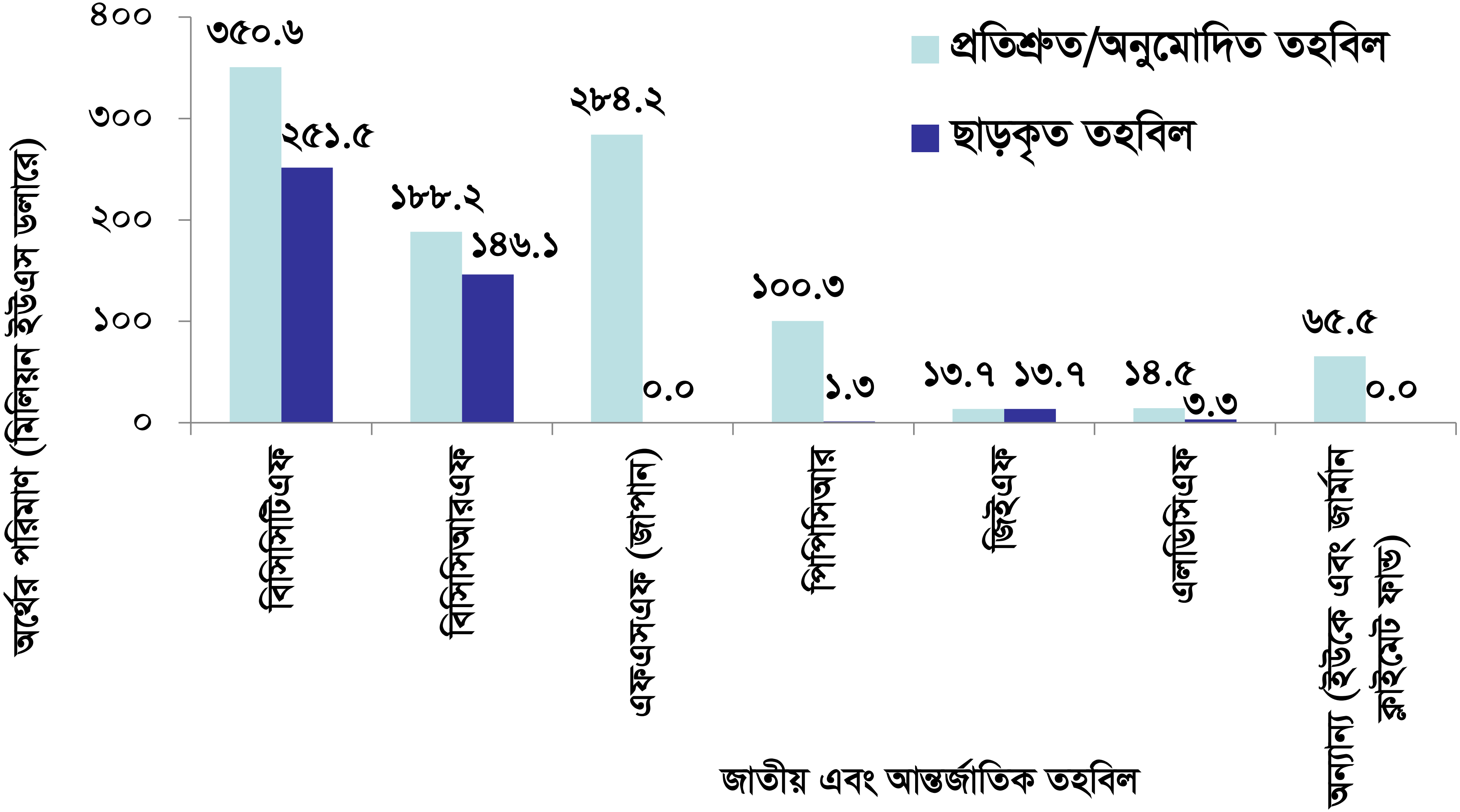

- উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতির তুলনায় বাংলাদেশকে মাত্র এক-চতুর্থাংশ তহবিল ছাড় করেছে
- বিসিসিটিএফ'র তুলনায় বিসিসিআরএফ-এ তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ কম
- ফাস্ট স্টার্ট তহবিল ও পিপিসিআর হতে তহবিল ছাড়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ছাড়ে চ্যালেঞ্জ

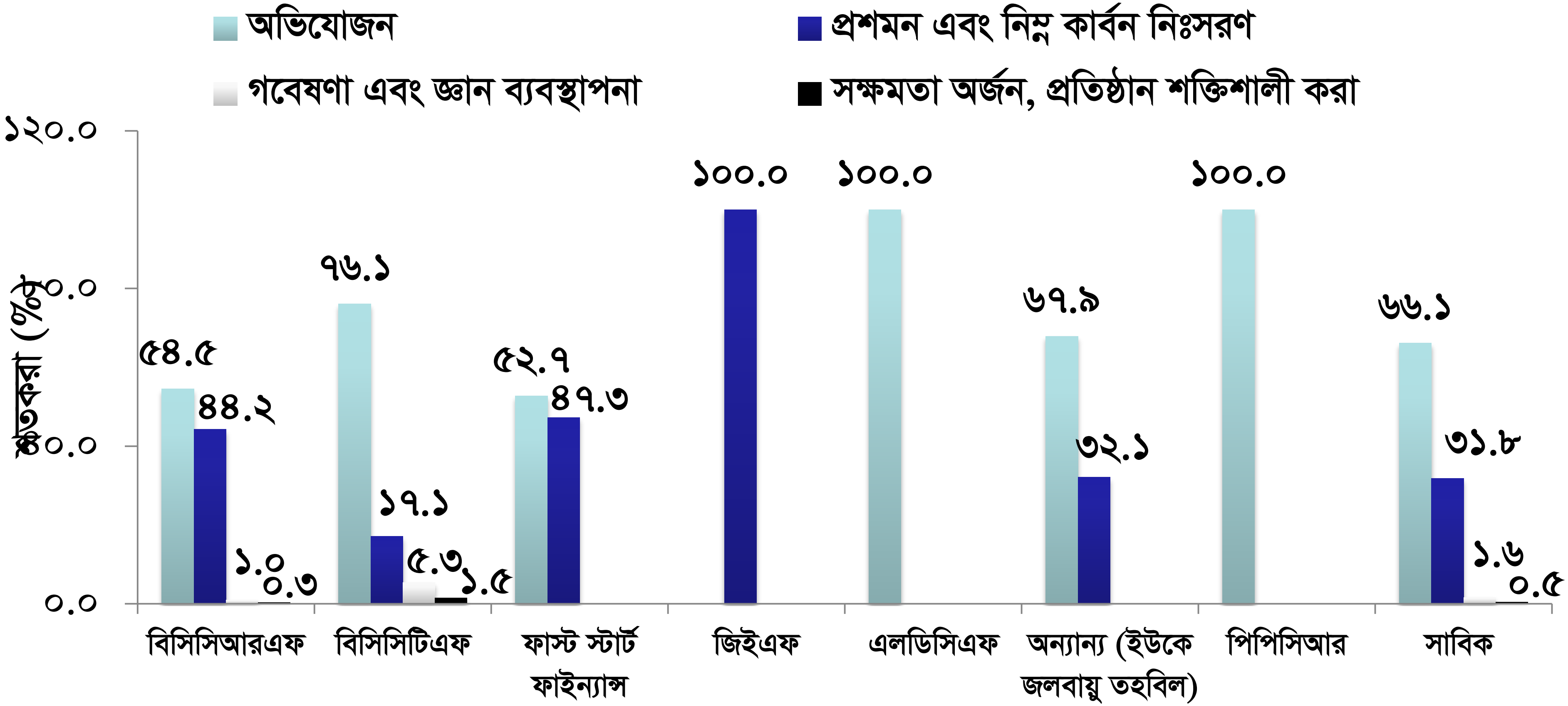

- বাংলাদেশের অভিযোজন অগ্রাধিকার হলেও উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ
- বিসিসিটিএফ'র তুলনায় বিসিসিআরএফ হতে অভিযোজন বাবদ তহবিল বরাদ্দ কম

বিসিসিএসএপি'র থিম-ভিত্তিক তহবিল ছাড়ে অগ্রগতি

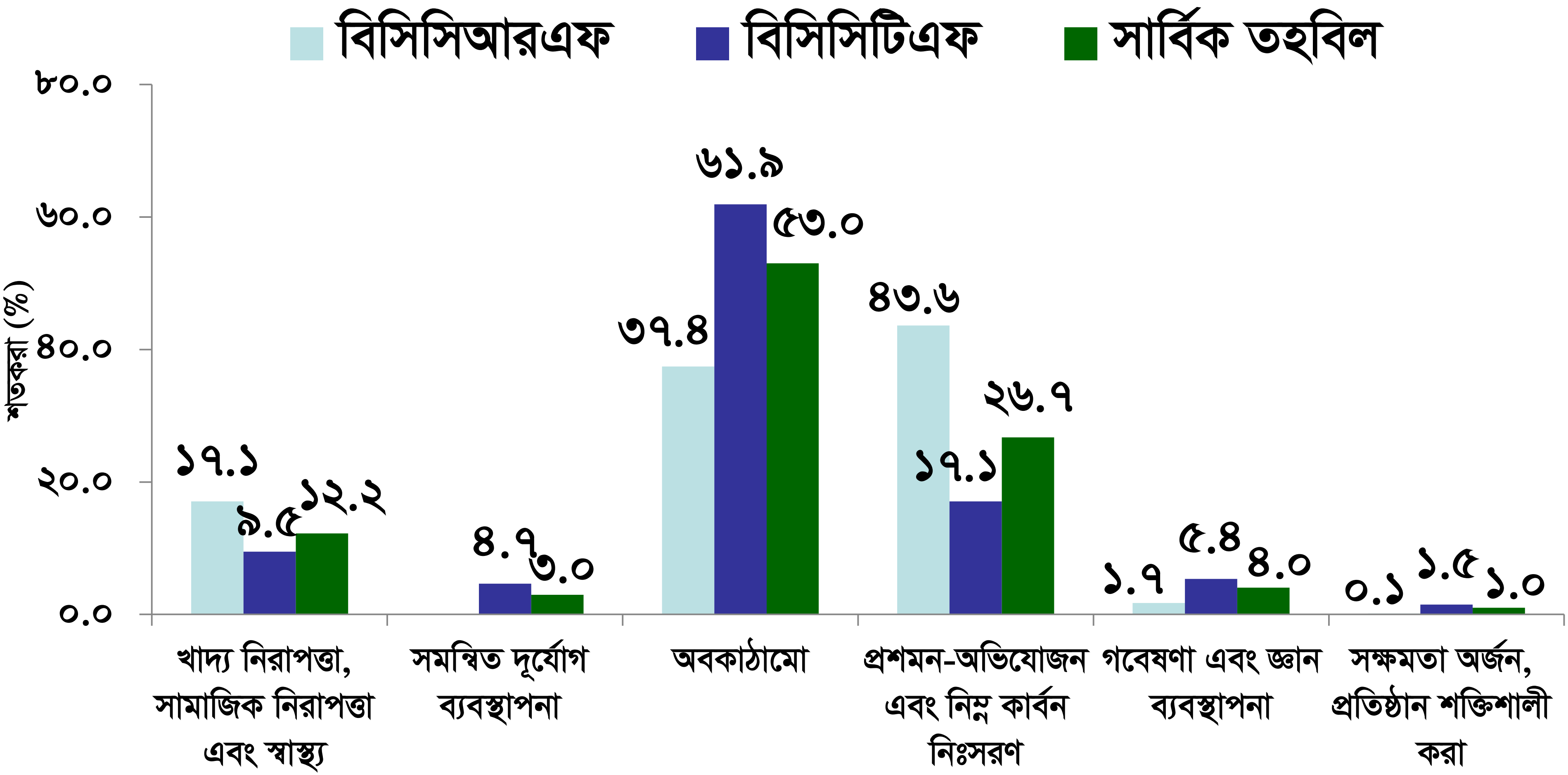

- সার্বিকভাবে অবকাঠামো ও প্রশমন বাবদ যথাক্রমে ৫৩% ও ২৭%তহবিল বরাদ্দ
- বিসিসিআরএফ হতে প্রশমন/কার্বন নিঃসরণ বাবদ পায় ৪৪% তহবিল বরাদ্দ হলেও বাংলাদেশের অগ্রাধিকার অভিযোজন খাত

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ছাড়ে চ্যালেঞ্জ

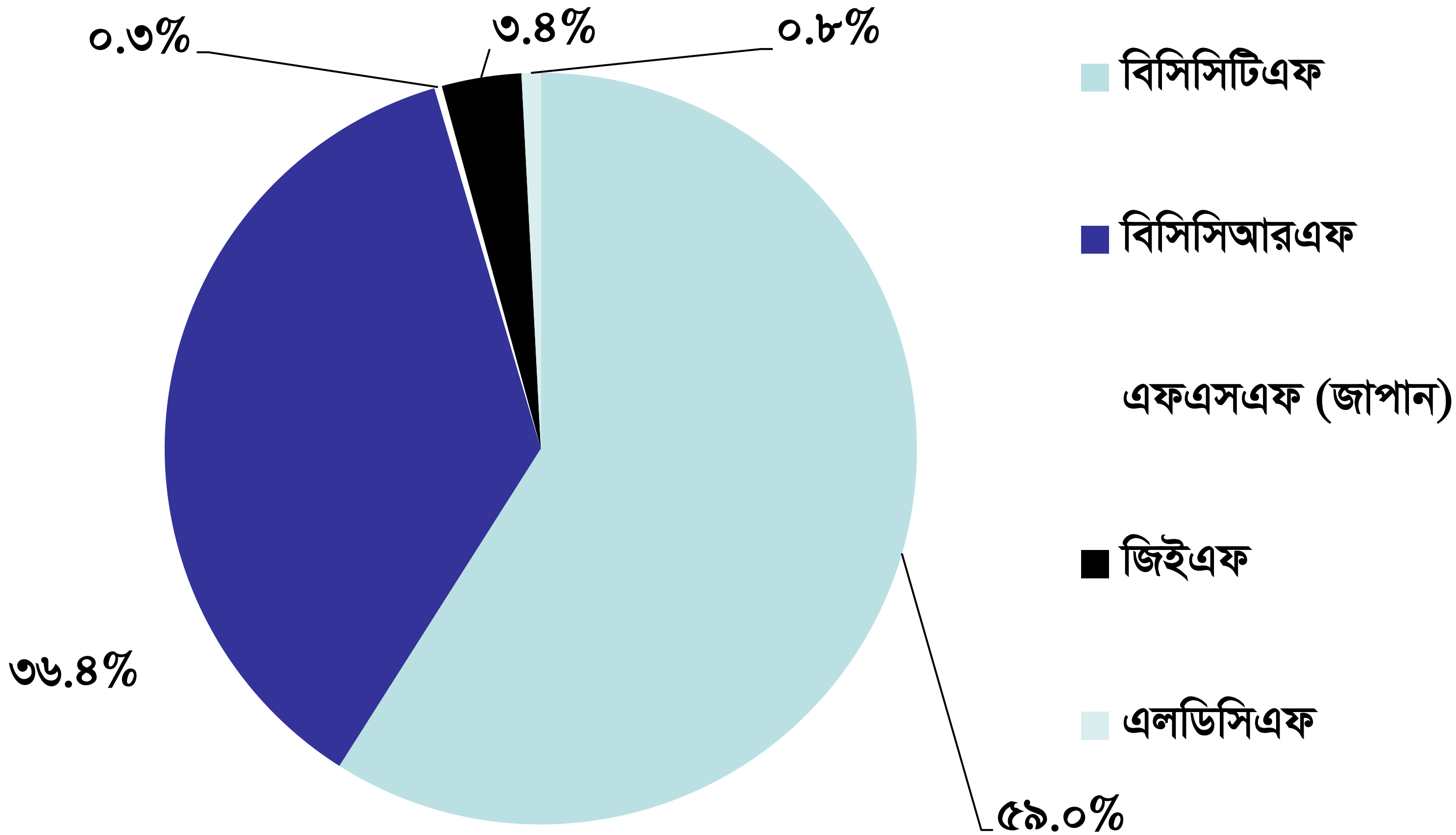

- সার্বিক জলবায়ু অর্থায়নে বিসিসিটিএফ হতে জাতীয় অর্থায়নই বেশি যা প্রায় ৫৯%
- উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত "অতিরিক্ত" ও "নতুন" অর্থায়ন মাত্র ৪১%
- বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর কমপক্ষে ১ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হলেও ২০১৪ এর জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৮৭০ মিলিয়ন ডলার তহবিল অনুমোদন - প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-চতুর্থাংশ তহবিলের যোগান

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ছাড়ে চ্যালেঞ্জ

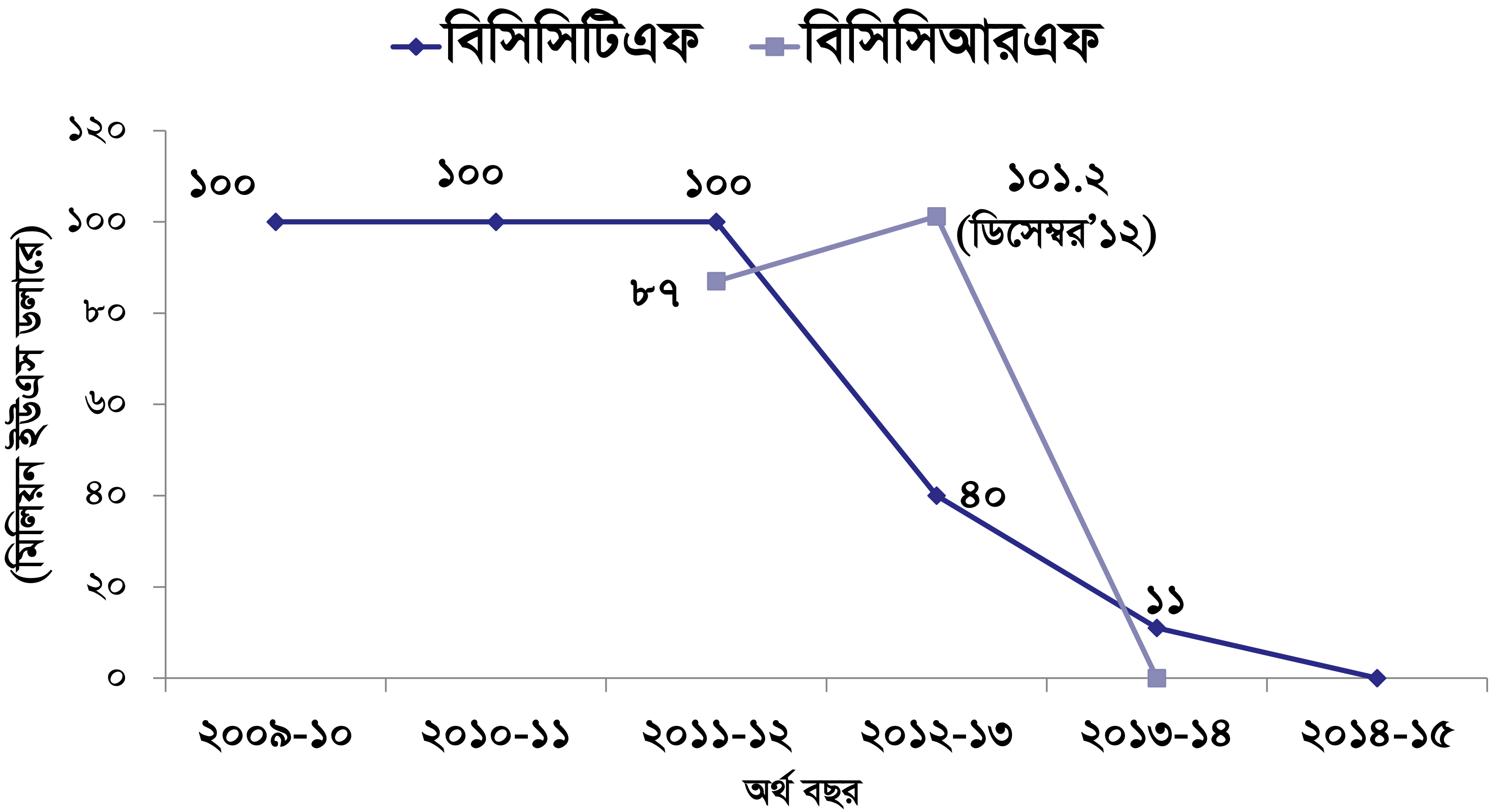

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত বিসিসিটিএফ'র প্রয়োজন ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৭০০ কোটি টাকা (উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত খসড়া ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)
- বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ-এ নতুন তহবিল বরাদ্দ না করায় অভিযোজনে অনিশ্চয়তা

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল সমন্বয়ে চ্যালেঞ্জ

বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচী বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ ও অন্যান্য উৎস হতে তহবিল বরাদ্দে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতায় টেকসই অভিযোজনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরুপ-

ক) তহবিল বরাদ্দে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি/জাতীয় স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক/অন্য কোনো স্বার্থ প্রাধান্য দেওয়া;

খ) সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবায়নকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের সুযোগ পাচ্ছেনা - বিসিসিটিএফ হতে প্রকল্প বাবদ সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দিতে পারলেও বিসিসিএরএফ হতে তহবিল বরাদ্দের সর্বোচ্চ সীমা নেই;

গ) বিসিসিআরএফ এ দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব কারিগরি কমিটির মূল্যায়নে অযোগ্য বিবেচিত হলেও বিসিসিটিএফ হতে একই প্রস্তাব অনুমোদন পেতে সক্ষম হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল অনুমোদনে চ্যালেঞ্জ

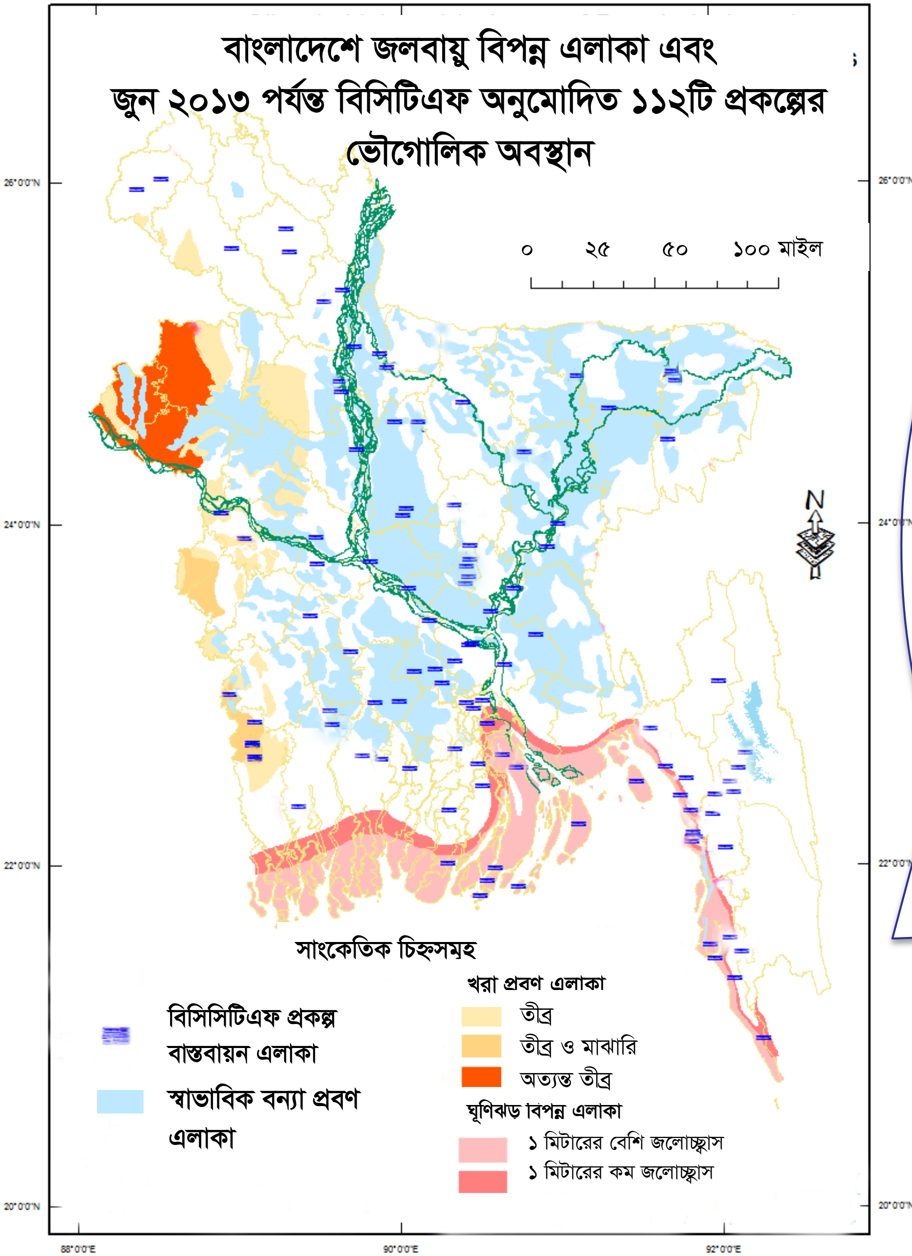

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে তহবিল বরাদ্দে ঘাটতি

চরম খরা প্রবণ এলাকা, দক্ষিণাঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রস্ফীতির ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবকাঠামো খাতে বিসিসিটিএফ হতে তুলনামূলকভাবে কম সরকারি প্রকল্প বরাদ্দ

বাস্তবায়নকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তহবিল প্রাপ্তি

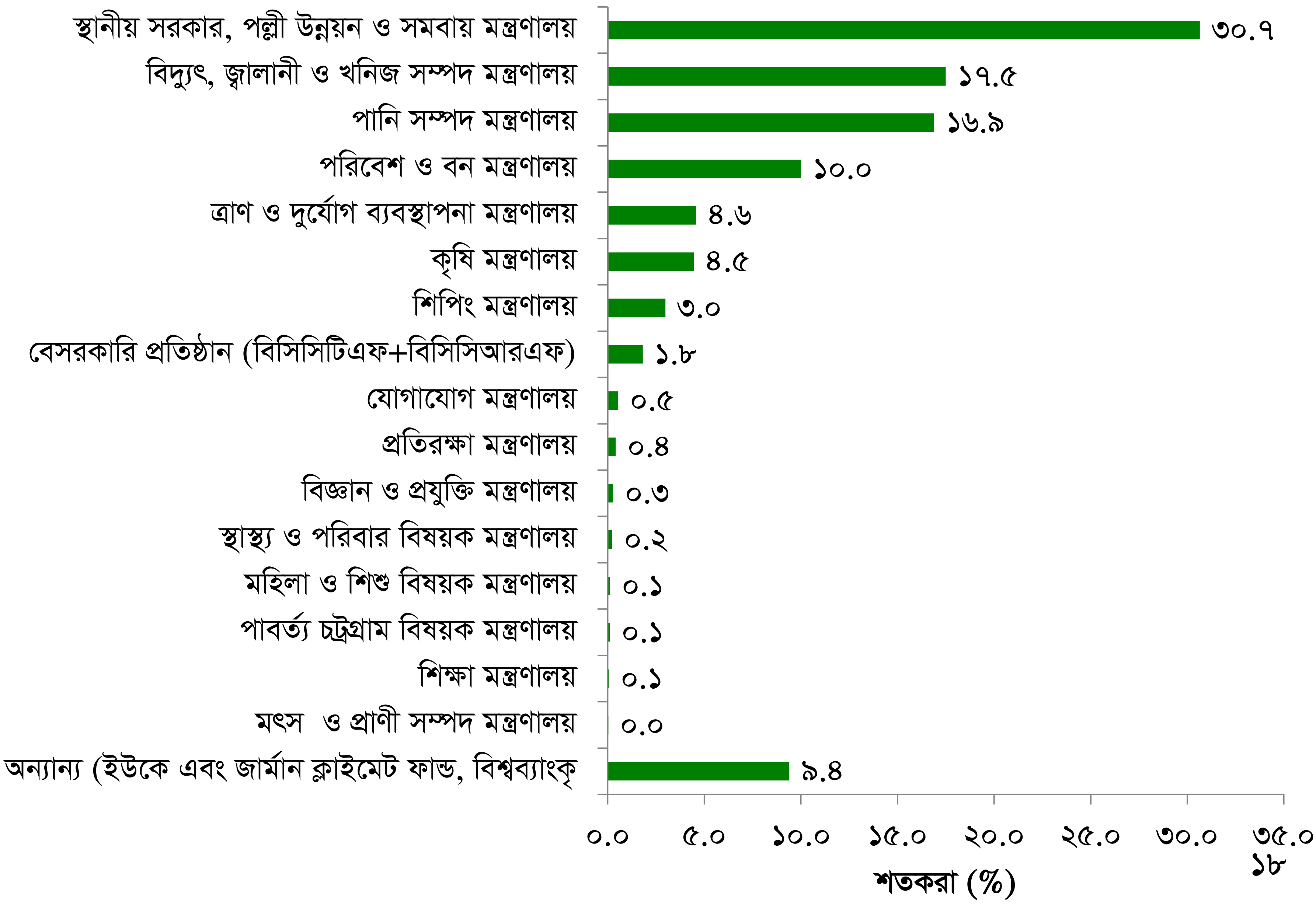

এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিসিসিটিএফ হতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের থিম-ভিত্তিক ধরন

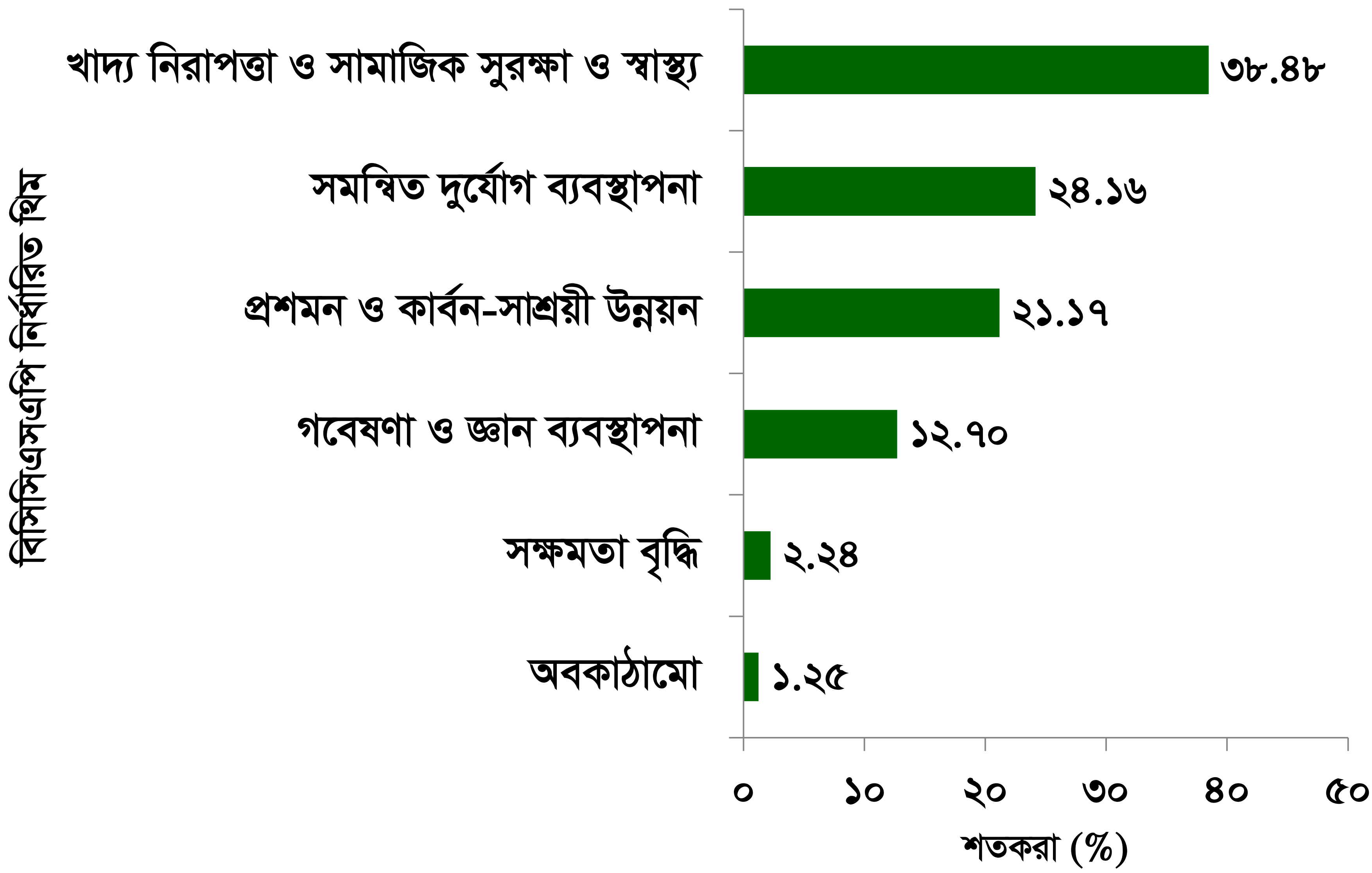

জলবায়ু অর্থায়নে সার্বিকভাবে স্বচ্ছতায় অগ্রগতি

২০১২ সনে টিআইবি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য

২০১৪ এর জুন পর্যন্ত অগ্রগতি

বিসিসিআরএফ

(বিশ্বব্যাংকের তথ্য প্রকাশ নীতিমালা অনুযায়ী)

বিসিসিআরএফ সম্পর্কে ধারণাপত্র, এনজিও তহবিলের উপর ধারণা পত্র, একটি প্রকল্পের তথ্যপত্রের সারাংশ

বিসিসিআরএফ ও পিকেএসএফ'র (সিসিপি) পৃথক পৃথক ওয়েব পোর্টাল; তহবিল প্রাপ্তির যোগ্যতা ও প্রদান পদ্ধতি; তহবিলের পরিমাণ, প্রকল্প সারাংশ

বিসিসিটিএফ

(বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিকার আইন অনুসারে)

বিসিসিআরএফ সম্পর্কে ধারণাপত্র, এনজিও তহবিলের উপর ধারণা পত্র, একটি প্রকল্পের তথ্যপত্রের সারাংশ

বিসিসিটি'র পৃথক ওয়েব পোর্টাল; প্রকল্প প্রস্তাবের ফরম্যাট, প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতি, অনুমোদনকৃত প্রকল্পের তালিকা; প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি, জবাবদিহিতা পদ্ধতি

স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে চ্যালেঞ্জ

- প্রকল্প নির্বাচন এবং তদারকিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত
- সরকারি/এনজিও প্রকল্প নির্বাচন/মূল্যায়ন;প্রকল্প অনুমোদন/বাতিলের যথার্থতা, প্রকল্প ফলাফল
- প্রকল্প নির্বাচন/বাতিলে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা; বিসিসিআরএফ পরিচালনা ব্যয়ের প্রতিবেদন
- আর্থিক নিরীক্ষা এবং প্রকল্প নিরীক্ষা বা প্রভাব সংক্রান্ত আইএমইডি প্রতিবেদন
- বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বিসিসিআরএফ পরিচালনার মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারের সাথে চুক্তি
- বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ'র পক্ষে তৃতীয় পক্ষ প্রকল্প তদারকি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক তহবিল ব্যবহারে অগ্রাধিকার নির্ধারণে সমস্যা

ছবি: পিনাকী রায়
২৫ মে, ২০১৪

- আইলার ৫ বছর পরও ক্ষতিগ্রস্ত শ্যামনগরের গাবুরা ইউনিয়নে ১০০ পরিবার এখনো বাঁধের ওপরে অবস্থান করছে
- বাঁধ পুনঃ মেরামত না করায় ৩৩ বর্গ কি.মি. এলাকার ১৫টি গ্রামে লবণাক্ততা চরম আকারে ধারণ করেছে; সুপেয় পানির ব্যবস্থাও নেই
- গ্রামগুলোতে কোন ফসল হয়না; কিছু নারিকেল, সুপারি এবং তালগাছ ছাড়া কিছুই নেই

জলবায়ু অর্থায়নে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনে চ্যালেঞ্জ

- তহবিল বরাদ্দ, প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক) নাগরিক সমাজর নগণ্য অংশগ্রহণ; খ) ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সীমিত /একেবারেই অংশগ্রহণ না থাকা
- ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশগত, ভৌগলিক ও সামাজিক প্রভাব নির্ণয় ছাড়াই রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারি/বেসরকারি প্রকল্প অনুমোদন
- বিসিসিআরএফ প্রকল্প অনুমোদনে ধীর গতি- গড়ে প্রায় ২ বছর সময় লেগে যায়
- বেসরকারি প্রকল্প নির্বাচনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিকে যথাযথ অগ্রাধিকার না দেওয়া খুলনা ও সাতক্ষীরায় বিসিসিটিএফ হতে স্বল্প তহবিল বরাদ্দ
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাইয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

- প্রকল্পের প্রভাব সমীক্ষা না করেই ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্প অনুমোদন - টেকসই ব্যবস্থা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ (যেমন, বিসিসিটিএফ হতে প্রায় ২২.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপে সঞ্চিত পলিথিন ও বিভিন্ন বর্জ্য অপসারণ
- অভিযোগ নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থা অনুপস্থিত
- ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব; সরকারি ক্রয় আইন অমান্য (সাব-কন্ট্রাকটর নিয়োগ)
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে ক্ষেত্রবিশেষে নিম্ন কাজের মান
- এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরিকল্পিত অভিযোজন প্রকল্প গ্রহণ
- সরকারি/বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি
- বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা ও সততার ঘাটতি

বরাদ্দকৃত জলবায়ু তহবিলের কতটুকু প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তের কাছে পৌঁছায় ???

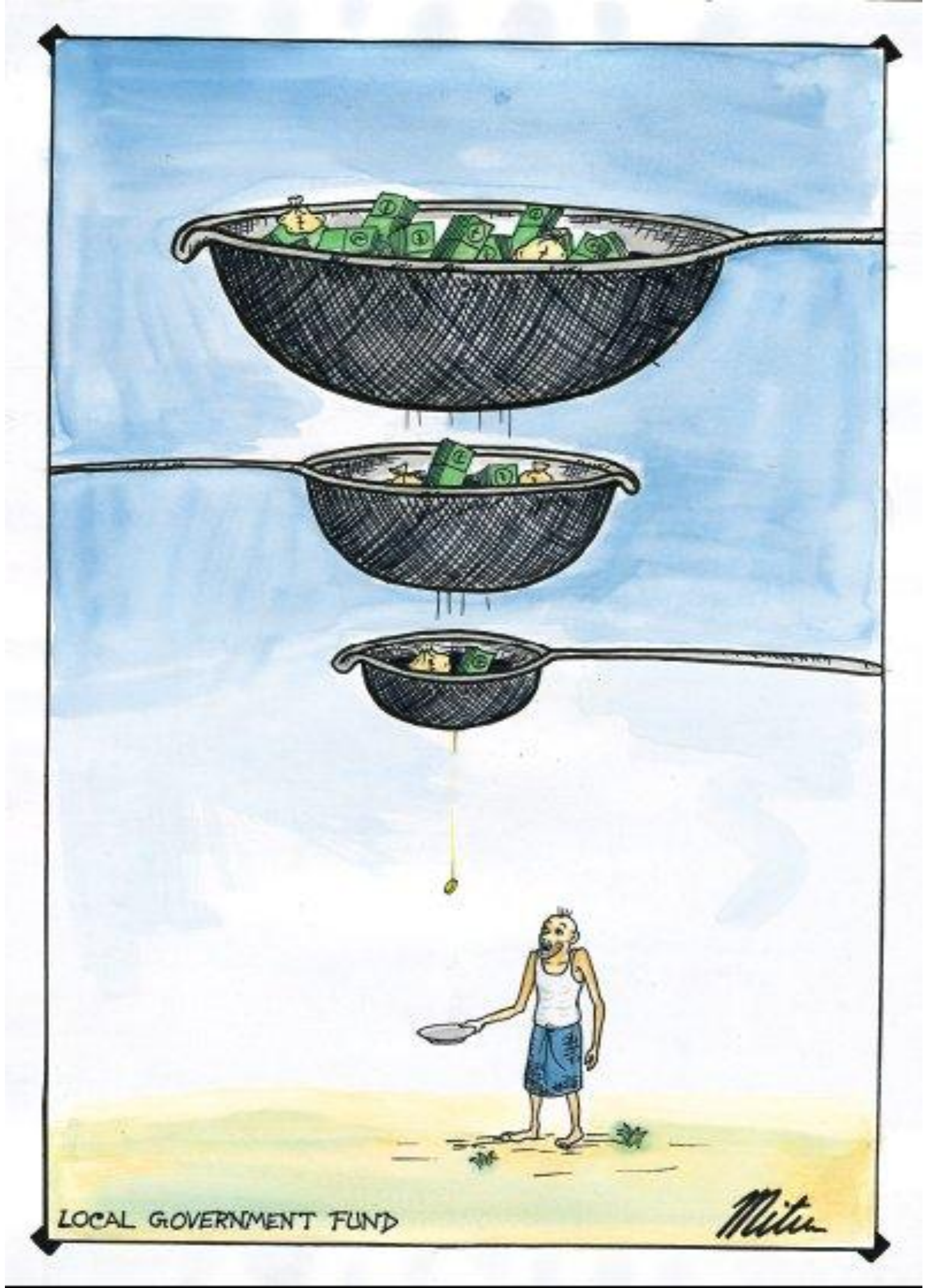

বাস্তবায়িত প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে চ্যালেঞ্জ

- **বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা/এখতিয়ার না থাকা**
- **বিসিসিটিএফ/ বিসিসিআরএফ প্রকল্প নিরীক্ষা/মূল্যায়নে আইএমইডি'র দায়িত্ব নিয়ে অস্পষ্টতা**
- **বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ'র পক্ষ থেকে সিএন্ডএজি কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়ে ঘাটতি**
- **বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ তহবিলে বাস্তবায়িত সরকারি প্রকল্পসমূহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রয় আইন অনুসরণ**
- **তদারকির জন্য সক্ষমতার (দক্ষ জনবল ও সম্পদ) ঘাটতি**
- **বিসিসিআরএফ'র তৃতীয় পক্ষ তদারকির কার্যকারিতায় ঘাটতি-** তৃতীয় পক্ষ হিসাবে কর্মরতদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারা; বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের যোগসাজশে অনৈতিক চাপ; ১২জন এফআরই চাকরি ছেড়ে চলে যায়
- **অভিযোজন প্রকল্প তদারকিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ**
- **এনজিও/বেসরকারি বাস্তবায়িত প্রকল্প নিরীক্ষায় পিকেএসএফ কর্তৃক দিকনির্দেশনার ঘাটতি**

জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও কার্যকর ব্যবহারের সম্ভাবনা নিশ্চিতে সুপারিশ

ক) বৈশ্বিক পর্যায়ে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

১) উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অভিযোজন বাবদ জিসিএফ ও অন্যান্য উতস হতে দ্রুত ও সহজে সংগ্রহযোগ্য তহবিল বরাদ্দে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সরকার এবং সুশীল সমাজকে জোর দাবি জানাতে হবে;

২) জিসিএফ থেকে তহবিল পেতে বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দ্রুত জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) ও জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনে জিসিএফকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে;

৩) জিসিএফ'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে।

খ) জাতীয় পর্যায়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর ব্যবহারে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

৪) বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ সহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিল গ্রহণ, ছাড়, ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প অনুমেদান ও বাস্তবায়নে সরকার, বিশেষজ্ঞ, জনপ্রতিনিধি, ব্যক্তি খাত, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন "জলবায়ু অর্থায়ন কমিশন/কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

জলবায়ু অর্থায়ন কমিশন/কর্তৃপক্ষ: প্রস্তাবিত ধারণা

জলবায়ু অর্থায়ন কমিশন/কর্তৃপক্ষ

- জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিমার্জন
- তহবিল সংক্রান্ত তথ্য এবং জ্ঞান ভাণ্ডার পরিচালনা
- আন্তঃ প্রতিষ্ঠান সমন্বয়
- উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনকে সমন্বিত করে কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও সুপারিশ
- সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু অর্থায়নে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা
- তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক আলোচনায় নেতৃত্ব প্রদান

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

- নিয়মিত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মূল্যায়ন
- তথ্য এবং জ্ঞান সরবরাহ
- আন্তর্জাতিক আলোচনায় সহায়তা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

- পরিকল্পনা (স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী)
- গবেষণা ও বিশ্লেষণ
- সুপারিশকৃত প্রকল্প/কর্মসূচী চূড়ান্ত অনুমোদন

অর্থ মন্ত্রণালয়

- তহবিল গ্রহণ এবং ছাড়
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সিএন্ডএজি অফিস, আইএমইডি স্বাধীন তদারকি ও মূল্যায়ন

- তদারকি, নিরীক্ষা, মূল্যায়ন
- বিশেষ/স্বাধীন নিরীক্ষা
- প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন

জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও কার্যকর ব্যবহারের সম্ভাবনা নিশ্চিতে সুপারিশ

গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

৫) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত সকল তথ্যের সর্বোচ্চ স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ ও সীমিত চাহিদা-ভিত্তিক তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৬) বিসিসিআরএফ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে এর ব্যবস্থাপক হিসাবে বিশ্বব্যাংকের রেজিলিয়েন্স ফান্ড সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে;

৭) জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিয়মিত মূল্যায়ন করে বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এলাকা/খাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

৮) জলবায়ু তহবিল ছাড়, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী এবং অভিজ্ঞ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ/নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সকলকে ধৈর্য
ধরে শোনার জন্য
ধন্যবাদ

zhkhan@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org